উত্তরা বিমান দূর্ঘটনায় হতাহতদের পাশে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান

সংগৃহীত ছবি

ঢাকার উত্তরার দিয়াবাড়ীতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে শিক্ষার্থীসহ বহু হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তারা নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা প্রার্থনা করেন।

দুর্ঘটনার পরপরই বিএনপি নেতারা সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন দলের সব স্তরের নেতা-কর্মীদের। পাশাপাশি আহতদের চিকিৎসার জন্য রক্তদানের আহ্বানও জানান তাঁরা।

তারেক রহমানের নির্দেশে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী, যুগ্ম মহাসচিব শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক, এবং 'আমরা বিএনপি পরিবার'-এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমনসহ নেতারা ঘটনাস্থলে যান। বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম একটি মেডিকেল টিম ও অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে উদ্ধারকাজে অংশ নেন।

বিমান দুর্ঘটনার পর থেকেই বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ শুরু করেছেন। লন্ডন থেকে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

জরুরি বৈঠকে সমবেদনা ও নির্দেশনা

এ দুর্ঘটনাসহ সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল রাতে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন তারেক রহমান। সভা শেষে এক বিবৃতিতে নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, নজরুল ইসলাম খান, ড. আবদুল মঈন খান, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, মির্জা আব্বাস, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম এবং সালাহউদ্দিন আহমেদ।